পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০

সার্কুলার- ৪/২০১৪ তারিখ : ১৭ - ০৩ - ২০১৫

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

রানাঘাটের কনভেন্ট স্কুলে যথেচ্ছে লুঠপাটের পর যেভাবে এক প্রৌঢ়া সেবিকার ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম, CC-TV-র ছবিতে থাকা সত্ত্বেও এখনো একজনও দুষ্কৃতি ধরা পড়েনি। রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনা সম্প্রতিকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও গ্রাস করছে। আমরা অপরাধীদের কঠিনতম শাস্তি চাই।

ইতিমধ্যে জেলা কমিটিগুলির কর্মসমিতি পুণর্গঠনের কাজ চলছে। সদস্যপদ নবীকরণের কাজও দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করছি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের হয়রানি পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রমোশন, Redesignation, H.R.A.,Ph.D/M.Phil ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি নানা ইস্যুতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বন্ধুদের বর্তমান সময়ে সর্বক্ষেত্রে যে মাত্রায় অসম্মানিত হতে হচ্ছে তা এক কথায় নজিরবিহীন।

২৮ মাসের পদোন্নতির সুবিধা প্রদান (১-৭-২০১০ থেকে ৩১-১০-২০১২) সংক্রান্ত বিষয়ে মহামান্য আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার তা হুবহু কার্যকর না করে কেবলমাত্র Notional Fixation-এর উল্লেখ করে একটি আদেশনামা প্রকাশ করে। এই আদেশনামায় ২৮ মাসের আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত কোনো কথার উল্লেখ নেই। যার থেকে আমাদের মনে হয়েছে আদালতের ঐ নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। আমরা তাই সমিতির পক্ষ থেকে পুনরায় এই বিষয়টিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদনকারী ৭৪ জন বন্ধুর হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করেছি। আশা করি বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এবং সরকারও তার জেদের জায়গা থেকে সরে এসে শিক্ষকবন্ধুদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবে।

পুরোনো রেগুলেশন অনুযায়ী পি এইচ ডি থাকলে ৯ বছরে রীডার পদে উন্নীত হওয়া ও তদনুযায়ী ৩ বছর বাদে Associate Professor পদে Redesignation এর বিষয় দুটিও সরকার আটকে দিয়েছে। বিকাশভবনে সর্বস্তরে বারংবার অনুরোধ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে আমাদের চারজন বন্ধু সমিতির পরামর্শ মেনে ৯ বছরে রীডার পদে উন্নীতকরণের দাবিতে আদালতের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এই সংক্রান্ত Associate Professor পদে Redesignation দাবি নিয়ে যে বন্ধুরা ইতিমধ্যে আদালতে জয়ী হয়েছেন (মোট ১২ জন বন্ধু) সরকার তাদের Caseগুলি স্বতন্ত্রভাবে Notional Fixation করে দিচ্ছেন। আমাদের তাই মনে হয়েছে, এই একই ধরনের সমস্যা যে বন্ধুদের আছে (অর্থাৎ ৯ বছরে রীডার হয়েছেন অথচ পরে ৩ বছর বাদে Associate Professor হননি) তাদের যৌথ ভাবে আদালতে আবেদন জানানো জরুরী। কারণ সাম্প্রতিক কালের সরকারি কাজকর্ম দেখে আমাদের মনে হয়েছে, আদালতের নির্দেশ হাতে নিয়ে না গেলে শিক্ষক বন্ধুরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা টুকু থেকেও বঞ্চিত হবেন। সমিতি এই সব বন্ধুদের সর্বপ্রকার পরামর্শ ও সহায়তা দানে বদ্ধপরিকর। এঁদের মধ্যে যারা আদালতে যেতে আগ্রহী তাঁদের শুরুতেই

একটা চিঠি বিকাশভবনে পাঠাতে হবে (Receive Copy রেখে) যার বয়ান আমরা Website-এ দিয়েছি। প্রাইমারী ইউনিটগুলিকে এই বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সমিতি দপ্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত সরবরাহ করতে হবে।

হঠাৎ করে কোন প্রকার সরকারি আদেশনামা ছাড়াই বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সহকর্মী বন্ধুর H.R.A. প্রদান বন্ধ করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে Overdrawal-এর অজুহাত খাড়া করে বর্তমান বেতন থেকে টাকা কেটেও নেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষক বন্ধু বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত আদেশ এর ভিত্তিতে H.R.A. পাচ্ছিলেন সেগুলিও কোন প্রকার আগাম নোটিশ/ সার্কুলার ছাড়া বন্ধ করা হয়েছে। আমরা মনে করি এই কাজ শুধু অযৌক্তিক নয় সম্পূর্ণ বেআইনী। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে D.P.I. কে চিঠি দিয়েছি -- যার বয়ান ওয়েবসাইট এ দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালের যে সরকারি আদেশনামাকে সামনে রেখে (No. 5839-F(P), Kolkata, the 9th July, 2012) বিকাশভবনের কিছু আধিকারিক অধ্যক্ষ বন্ধুদের ধমক দিয়ে, পে প্যাকেট আটকানোর ভয় দেখিয়ে এই কাজ সংগঠিত করছেন, তা আদৌ আমাদের মত সরকার পোষিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে এই বিষয়টিতেও আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছি।

সহকর্মী বন্ধুদের পদোন্নতির কাজ এখনো প্রায় সবটাই বন্ধ। সরকারি স্তরে বারংবার আশ্বাস পেলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বকেয়া পদোন্নতির সংখ্যা কয়েক হাজার। কিছু শিক্ষক বন্ধুর একাধিক পদোন্নতি আটকে আছে। শুধুমাত্র সামন্তযুগীয় কায়দায় প্রাপ্য সুবিধা না পাওয়াটা স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া সংক্রান্ত মুচলেকা প্রদানের ভিত্তিতে কোন কোন শিক্ষক বন্ধুর প্রমোশনের Pay fixation হাতে হাতে করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদেরই কিছু বন্ধু সমিতির লড়াইকে দুর্বল করার জন্য অসহায় ভাবে স্বেচ্ছায় অসম্মানিত হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছেন। বিকাশভবনের কিছু আধিকারিক শিক্ষক বন্ধুদের এই অসহায়তাকে পুঁজি করে আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে পার্ট-টাইম শিক্ষকগণ তাদের প্রাপ্য সাম্মানিক পাচ্ছেন না। এ নিয়েও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে যে শিক্ষক বন্ধুরা transfer নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের Pay fixation নিয়ে বিস্তর সমস্যার পড়তে হচ্ছে। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে এই চিঠি সরলীকরণের জন্য D.P.I কে অনুরোধ জানিয়েছি।

বন্ধুগণ, গত বছরগুলিতে অধ্যাপক সমিতি আন্দোলনের পথ থেকে এতটুকু সরে আসেনি। আগামীদিনগুলিতে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চাই। যেভাবে শিক্ষার অঙ্গন কলুষিত হচ্ছে এবং সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরের শিক্ষকবন্ধুরা অসম্মানিত হচ্ছেন তাতে করে পথে নেমে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোন পথ খোলা নেই। আসুন, ৮৯ বছরের এই সমিতির ঐতিহ্যমন্ডিত পতাকাকে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা সংকল্পবদ্ধ হই। আমরা অতি দ্রুত কর্মসমিতির সভা করে অধ্যাপক সমিতির আগামীদিনের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করবো।

ধন্যবাদ সহ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৪৩৩৮২০৬১০